92

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

আটচল্লিশ ঘন্টায় পরীক্ষার ফল—

তা'হলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। আন্তরিকতা থাকলে কোন কাজই পড়ে থাকে না— এ সত্যটি প্রমাণ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ। এ বিভাগের এমএসসি সাধারণ গ্রুপের পরীক্ষা শেষ হয়েছিল ৪ ফেব্রুয়ারী। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে ৬ ফেব্রুয়ারী। মাঝখানে মাত্র ৪৮ ঘন্টার ব্যবধান। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৬০ জন ছাত্রছাত্রী। পাস করেছে শতকরা ৮৬ ভাগ।

কি করে এমন কাজ করা হল। এমন ঘটনা দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশের ইতিহাসে নাই। এ ব্যাপারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসই দুঃখজনক। সুদূর অতীত নয় এ মুহূর্তে বলা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের এমএ প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফলের কথা। পরীক্ষা শেষ হয়েছে মাস ছয়েক হয়ে গেলেও আজো কোন বিষয়ের ফল প্রকাশিত হয়নি। তবে এ ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছে সম্প্রতি গঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে করতে আর একটি ডিগ্রী পরীক্ষা এসে যায়। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা এ ফল প্রকাশে বিলম্বের ফলে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই ঐকমত্য আছে। একসময় তারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেসনজটের দোহাই দিয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশের বিলম্বের প্রশ্নটি যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করতেন— যদিও বাসায় বসে উত্তরপত্র নিরীক্ষণের সাথে এ সকল সমস্যার সম্পর্ক একান্তই গৌণ। পরবর্তীকালে সন্ত্রাস গেলে এবং নিয়মিত পড়াশুনা শুরু হলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের আর কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। এবার শুরু হল আত্মদর্শন। কাজের দোষে, কোন বিভাগের বা ব্যক্তিগতভাবে কোন নিরীক্ষকের জন্য পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে তা খোঁজাখুঁজি শুরু হল। ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু হল না। পুরান ট্রাডিশন আজো ভাঙ্গা সম্ভব হল না।

তা' হলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এ কাজটি কি করে করল। এ প্রশ্নের জবাব আছে বিভাগীয় প্রধানের মন্তব্যে। বিভাগীয় প্রধান জানিয়েছেন, আন্তরিকতা থাকলে সব কিছু করা যায়। এবং সত্যি সত্যি যে পরীক্ষার ফল ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রকাশ করা যায় সে উদাহরণ তারা সৃষ্টি করেছেন। এ ঘটনা নিশ্চয়ই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের কাছে একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল সঠিক সময়ে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হবে।

আমরা আরও আশা করব যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আরও তৎপর হবেন। কারণ তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেন যে সেসনজট আর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের ঘটনা মিলে অনেকের ছাত্রজীবন মাঝপথে শেষ হয়েছে। অনেক পরিবার বিপর্যস্ত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার পাট চুকে গেছে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর। কেউই নিশ্চয়ই এ পরিস্থিতি চান না। তাই আন্তরিকতা নিয়ে যখন যে কাজটি করার এখন সে কাজটি করাই বাঞ্ছনীয়।